প্রথম আলো

তারিখ ... 30 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

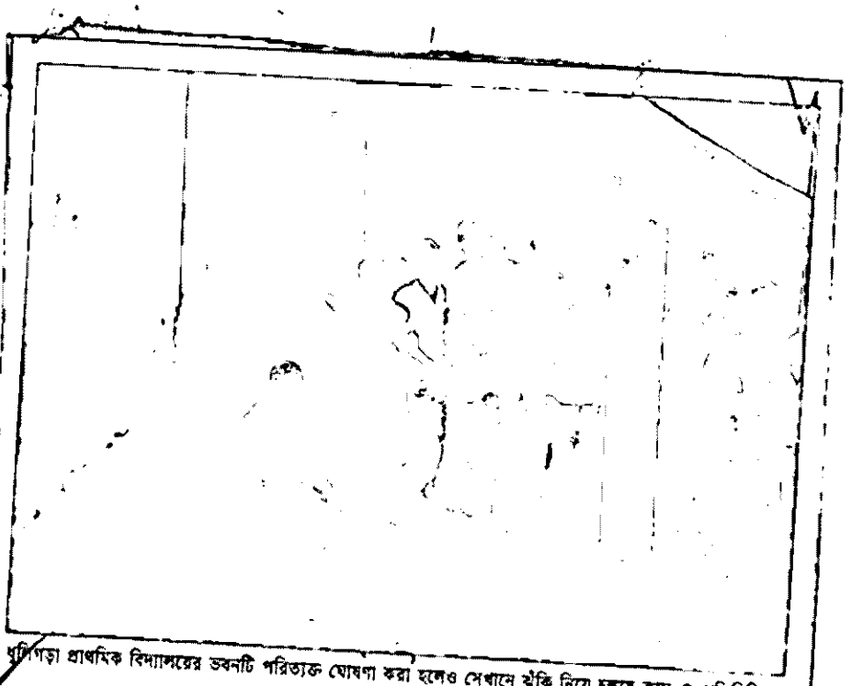

ধুলিগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও সেখানে ঝুঁকি নিয়ে চলছে ক্লাস ● প্রতিনিধি

আট বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই চলছে ক্লাস

মাসুদ রানা, কালিয়াকৈর (গাজীপুর) ●

ঝড়ে বিদ্যালয়ের ভবন ঢলতে থাকে। বৃষ্টিতে টিনের ছিদ্র দিয়ে পানি পড়তে থাকে। তখন ছাত্রছাত্রীরা দৌড়ে বাড়ি চলে যায়। কেউ কেউ পাশের শিক্ষকদের কক্ষে আশ্রয় নেয়। কথাগুলো বলছিল গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ধুলিগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রবিন কুমার। শুধু রবিন কুমার নয়, তার সঙ্গে দৌড়ে এসে রিতা, আমিনুল, সনিল, তাসলিমা বলছিল তাদের বিদ্যালয়ের নানা সমস্যার কথা। উপজেলার আট বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিত্যক্ত ঘোষিত ভবনের একটি এটি।

সরেজমিনে ধুলিগড়া গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ের এক পাশে একটি বিশালাকৃতির পুকুর, মাঝারি আকারের একটি খেলার মাঠ, মাঠের উত্তর পাশে চার কক্ষের জরাজীর্ণ একটি আধাপাকা ভবন। এ ভবনের নিচে বসে ক্লাস করছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী। ভবনের সামনের অংশের খুঁটিগুলোর অংশবিশেষ ভেঙে সরে গেছে। এবং পেছন দিকে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ওই সব ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ক্লাস করে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এ ছাড়া বিদ্যালয়ে রয়েছে শিক্ষক-সংকট।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খোরশেদ আলম জানান, পুরোনো ভবনটির অবস্থা খুবই খারাপ। যেকোনো সময় দেয়াল ভেঙে বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারে। তাই সংস্কার প্রয়োজন। ভবনের এ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ২০০৬ সালে তখনকার প্রধান শিক্ষক আবু সাদিম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর আবেদন করেন। শিক্ষকদের নিয়ে উপজেলায় কোনো সভা হলেই এসব কথা বলা হয়। কিন্তু ভবনটির কোনো কাজ হয়নি। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: কাথাচুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মৌচাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, গজারিয়া কাঞ্চনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিনাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর ধুলিগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রতনপুর রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি উপজেলা সমন্বয় কমিটির বৈঠকে আলোচনায় ওঠানো হলে বক্তারা ভবন ভেঙে প্রাণহানি ঘটার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

উপজেলা প্রকৌশলী ইউনুছ আলী বিশ্বাস জানান, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবন সংস্কার এবং পরিত্যক্ত দুটি স্কুল ভবন দ্রুত ভেঙে ফেলে নতুন করে না করা হলে যেকোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফজলে এলাহী জানান, ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষ-সংকট থাকায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই সব ভবনে ক্লাস করছে।

কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুর কবীর মুরাদ জানান, যত দ্রুত সম্ভব, ঝুঁকিপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর কাজ শুরু করা হবে।